সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

জোট প্রার্থীর পরাজয়ের নেপথ্যে

রিপোর্ট : **নিজামুল হক বিপুল**

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ফলাফল নিজেদের ঘরে তুলে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সিলেট অঞ্চলে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। গত সংসদ নির্বাচনে ফলাফল বিপর্যয়ের পর হতাশ হয়ে পড়া ছত্রভঙ্গ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা সিলেটের রাজনীতিতে আবার সংঘটিত হচ্ছে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সিলেট অঞ্চলে বিগত সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বিএনপি সদ্য সমাপ্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভরাডুবির কারণে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েও ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নিতে না পারায় সিলেটে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে।

২০ মার্চ অনুষ্ঠিত সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন দলীয়ভাবে না হলেও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শাসক দল বিএনপি তথা চারদলীয় জোট মেয়র পদে প্রার্থী করে জেলা বিএনপি'র সভাপতি আব্দুল হককে, অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সিলেট সিটি কর্পোরেশনে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার জন্য প্রার্থী করে সিলেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বদরউদ্দীন আহমদ কামরানকে। কিন্তু জোটবদ্ধ নির্বাচন করে বিএনপি তথা জোটের প্রার্থী আব্দুল হক প্রতিদ্বন্দ্বী বদরউদ্দীন কামরানের কাছে ২২ হাজার ৫০১ ভোটে পরাজিত হন। জোটবদ্ধ নির্বাচন করে আব্দুল হক পান ৩৫ হাজার ৫৭ ভোট। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামরান ৫৭ হাজার ৫৫৮ ভোট পেয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নগর পিতা নির্বাচিত হন। প্রশ্ন হল, সরকারে থাকার পরও জোটবদ্ধ নির্বাচনের পর কেন এই ভরাডুবি?

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, মেয়র পদে আব্দুল হক চারদলীয় জোটের প্রার্থী হলেও নগরবাসী তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে মূলত অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের বিরুদ্ধে। আর এর পেছনে রয়েছে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নগরবাসীর ক্ষোভের পাহাড়। প্রথমত, জোটের প্রার্থী হিসেবে বিএনপি নেতা জনবিচ্ছিন্ন আব্দুল হককে নগরবাসী গ্রহণ করেনি, এমনকি স্বয়ং, সিলেট মহানগরীর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বড় অংশই মেনে নেয়নি তাকে। দ্বিতীয়ত, হককে প্রার্থী করার পর অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সিলেটে এসে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে হকের পক্ষে যেভাবে ভোট চেয়েছেন তাতে নগরবাসী ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এমনকি বিএনপি ও জোটের অন্য শরিক দলগুলোর যেসব কেন্দ্রীয় নেতা, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও এমপি সিলেট এসে হকের পক্ষে গণসংযোগ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তৃতাকালে হকের পক্ষে ভোট চেয়ে সাইফুর রহমানের ভাষায় বক্তৃতা করেন অর্থাৎ সিলেটের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে জোটের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে হবে। আর হকের সর্বশেষ নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত হয়ে সাইফুর রহমান হককে বিজয়ী করে তার হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে নগরবাসীর কাছে ভোট চান। কিন্তু সাইফুর রহমান ও তার দলের অন্য নেতাদের দেয়া এসব বক্তব্য সিলেটের সচেতন নাগরিক ও রাজনীতিকরা সহজভাবে মেনে নেননি। এসব কারণে ২০ মার্চের নির্বাচনে নগরবাসী ব্যালটের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তৃতীয়ত, জোটের প্রার্থী জেলা বিএনপি'র সভাপতি হলেও হকের নির্বাচন পরিচালনার পুরো দায়িত্বে ছিল স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতে ইসলামীর নেতারা যেভাবে চেয়েছেন জোট প্রার্থী আব্দুল হক সেভাবেই নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে গেছেন। এতে স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যার ফলে সিংহভাগ নেতা-কর্মী দলীয় নেতা ও প্রার্থীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এসব কারণে জোট প্রার্থী আব্দুল হকের পরাজয় আরো ত্বরান্বিত হয়।

আ ফ ম কামাল

এম এ হক

> আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সিলেট অঞ্চলে বিগত সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল বিএনপি সদ্য সমাপ্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভরাডুবির কারণে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নিয়েও ফলাফল নিজেদের অনুকূলে নিতে না পারায় সিলেটে বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে

২০০০-এর অনুসন্ধানে আরো জানা যায়, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান ছিলেন সিলেটে খুবই নন্দিত। গত ১ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনে সিলেট-১ আসন থেকে প্রার্থী হওয়া সাইফুর রহমানকে সিলেটবাসী প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর চেয়ে প্রায় ৪০ হাজার ভোট বেশি দিয়ে জয়ী করে। ওই নির্বাচনের আগে তিনি বহুবার বলেছিলেন, সিলেটকে মডেল সিটি করা হবে। কিন্তু গত দেড় বছরে মডেল সিটির কাজ শুরু হয়নি। তার ওপর মন্ত্রী উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হকের পক্ষে ভোট চেয়ে নগরবাসীকে ফুঁসিয়ে তোলেন। সিলেটের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হকের বিরুদ্ধে নয়, নগরবাসী রায় দিয়েছে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সিলেটবাসী মন্ত্রীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর এই বিশাল জয়ের পেছনে রয়েছে মেয়র বদরউদ্দীন আহমদ কামরানের ব্যাপক জনপ্রিয়তা আর আওয়ামী লীগের মতো বৃহৎ সংগঠন। তার ওপর বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে বিভক্ত আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের মতবিরোধ ভুলে গিয়ে একসঙ্গে দলীয় প্রার্থী কামরানের পক্ষে ভোটযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। সামাদ-সুরঞ্জিত একসঙ্গে কামরানের পক্ষে মাঠে নামায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। প্রসঙ্গত, গত সাধারণ নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে আওয়ামী লীগের ভরাডুবির নেপথ্যে ছিল এই দুই নেতার বিরোধ। সিটি নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ আবার চাঙ্গা হতে শুরু করেছে।

এদিকে মেয়র নির্বাচনে জোট প্রার্থীর পরাজয়ের পর বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। সিলেটের বিএনপির সাংগঠনিক ভিত্তি নিয়েও রাজনীতি সচেতনদের মাঝে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। বিএনপি'র আদৌ সাংগঠনিক ভিত্তি আছে কিনা? না কি সংগঠনটি জামায়াতে ইসলামীর মাঝে বিলীন হয়ে গেছে সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। নির্বাচনের পরের দিন জোটপ্রার্থী বিএনপি নেতা আব্দুল হকের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য একাধিকবার তার বাসায় ফোনে যোগাযোগ করলে বারবার বলা হয় তিনি অসুস্থ, ঘুমিয়ে আছেন।

'উন্নয়নের ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকা উচিত নয়'

বদরউদ্দীন আহমদ কামরান *মেয়র, সিলেট সিটি কর্পোরেশন*

সাপ্তাহিক ২০০০ : জনগণের সরাসরি ভোটে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনে আপনি সিলেটের প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন। কেমন লাগছে?

বদরউদ্দীন আহমদ কামরান : এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। খুব ভালো লাগছে। আমি প্রথমেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। মহান আল্লাহপাক এই সিলেটের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের পবিত্র আমানতের মাধ্যমে আমাকে এই পবিত্র নগরীর প্রথম সিটি মেয়র নির্বাচিত করেছেন। আমি সিলেটের সকল মানুষকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা তাদের পবিত্র ভোট দিয়ে আমাকে তাদের সেবা করার সুযোগ দান করেছেন।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি মনে করি এই বিজয় গণতন্ত্রের বিজয়। এই বিজয় সিলেটের গণমানুষের বিজয়। গরিব-দুঃখি, মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করলে এবং মানুষকে সম্মান করলে মানুষ যে তার প্রতিদান দিতে জানে, সিলেটের মানুষ এই নির্বাচনে এটাই প্রমাণ করেছে।

২০০০ : এখন আপনার প্রথম কাজ কি হবে?

বদরউদ্দীন আহমদ কামরান : জনগণের অনেক প্রত্যাশা। আমি যেটা মনে করি, আমাদেরকে এখন পরিকল্পনামাফিক প্রত্যেকটা কাজ করতে হবে। বিগত ১০০ বছরের প্রাচীন সিলেট পৌরসভাকে পেছনে ফেলে এসে আমরা নতুন এই সিটি কর্পোরেশন পেয়েছি। সুতরাং প্রথম থেকেই এই নগরীকে পরিকল্পনানুয়ায়ী একটি পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে হবে।

আমি সিলেটকে আধ্যাত্মিক পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এ জন্য আমার প্রথম কাজ হবে সিলেটে রাহাজানি, ছিনতাই, সন্ত্রাসসহ সব রকম অপরাধ কর্মকান্ড বন্ধ করা। এ জন্য আমি সিলেটের সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণমানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবো।

২০০০ : অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান নির্বাচনের আগে সিলেটের বিভিন্ন সভায় বলেছিলেন, তার পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করলে সিলেটের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। নতুবা...। কিন্তু আপনি বিরোধী দলের প্রার্থী। আর সিলেটবাসী আপনাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছেন। আপনি কি মনে করেন এতে সিলেটের উন্নয়ন ব্যাহত হবে?

বদরউদ্দীন আহমদ কামরান : উন্নয়ন কাকে দিয়ে করবেন, কে করবেন সেটা নির্ধারণ করার মালিক সিলেটের জনগণ। তারা গতকাল (সাক্ষাৎকারটি ২১ মার্চ সকালে নেওয়া) তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সেটা নির্ধারণ করেছেন।

মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী তো আমাদের দেশেরই মন্ত্রী। সুতরাং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে সিলেটের উন্নয়ন সেখান থেকেই করতে হবে। এবং এই কথা মনে রাখা দরকার যে, এই সিলেটের হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। তারা তাদের কষ্টার্জিত টাকা থেকে যে টাকা দেশে পাঠান সেই টাকা দিয়ে আমাদের জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ পূরণ হয়। সুতরাং আমি আশা করবো মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সিলেট থেকে নির্বাচিত এমপি, আর আল্লাহপাক আমাকে এখান থেকে মেয়র নির্বাচিত করেছেন। তার নির্বাচনী কমিটমেন্ট ছিলো সিলেটের উন্নয়ন। সিলেটের উন্নয়নের জন্য তিনি এখানে এসে ভোট চেয়েছিলেন। আমারও কমিটমেন্ট সিলেটের উন্নয়ন। আমি আশা করবো তিনি এবং আমরা এক সঙ্গে মিলেমিশে সিলেটের উন্নয়ন করবো।

রাজনীতিতে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য বা বিভেদ থাকতে পারে। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু উন্নয়নের ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য বা বিভেদ থাকা উচিত নয়। আর আমি সিলেটের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সিলেটের উন্নয়নের জন্য বরাবরের মতো সচেষ্ট থাকবো। এ ব্যাপারে যা যা করণীয় ইনশাল্লাহ্ আমি সবই করবো।